অল-ইন-ওয়ান

আহমেদ সাবের

(বিদেশের বুকে সংগ্রামরত বঙ্গ দম্পতিদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত)

ঘুম খানি ভাঙ্গিতেই লাগে হুলুস্থুল
এই বুঝি দেরি হল বাচ্চার স্কুল।

কাজে নেই বুয়াজান, আবদুলও নেই
নিজ হাতে তরী ধরে মিলেনাকো খেই।
নাস্তাতে গোশ নেই, নেই পরোটা-
শুকনা রুটিতে মোর বাজে বারোটা।
নাকে আর মুখে গুজে, ছুটে ধরি বাস
একই নিয়ম ধরে কাটে বারো মাস।

সাপ্তাহান্তে দুটো দিন ক্রিকেটের মাঠ,
মেয়ের গানের ক্লাস, গিন্নির হাট,
মার্কেটে বড় সেল, ছেলের কোচিং।
দুটো দিন কেটে যায় করে ড্রাইভিং।
তারি মাঝে কাটো ঘাস, দাও মাটি কাটি,
লাগাও সব্জি ও ফুল করে পরিপাটি,
সারাও জলের কল, যন্ত্র টুকিটাকি -
মেয়ের খেলনাটাও - চলবেনা ফাঁকি।
বানাও কাঠের গেট, করে দাও রং-
ওয়াল দেয়াল আর বেতের আড়ং ।

গিন্নিও যায়না কম বিবিধ বসন -
চাকুরের বাবুচ্চিতে হয় প্রমোশন।
কখনো ক্লিনার সাজে কভু মেছুনি -
ছুরি আর বটি নিয়ে করে হানাহানি।
মেছুনি বেকার সাজে পেস্ট্রিও কেকে,
কভুও কাবাব ভাজে ওভেনএ সেঁকে,
কভুও ময়রা সাজে বানিয়ে মিষ্টি,
গিন্নির অপূর্ব হাতে কাব্যের সৃষ্টি।

এর পরে পার্টাপার্টি , অনুষ্ঠান মেলা -
কিবা ছেড়ে কিবা ধরি, যায়নাতো ফেলা।
আছে ক্লান্তি তবু নয় মাথাটা নোয়ান -
দুজনাই হয়ে গেছি অল-ইন-ওয়ান।